দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. 1 4 2000

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

60

চবি ঃ খুলে দেবার প্রথম দিন থেকেই শিবিরের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী

চবি রিপোর্টার ঃ বন্ধ ঘোষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ আগামীকাল (শনিবার) খুলে দেয়া হবে। রবিবার থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। মঙ্গলবার থেকে প্রথম বর্ষ অনার্সের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, ভিসি-প্রোভিসিকে অপসারণ ও পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ প্রত্যাহারের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকে ইসলামী ছাত্রশিবির লাগাতার বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ফলে পরিস্থিতি একেবারে ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পাসে পুনরায় সংঘাত-সহিংসতার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ১৯ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী হল দখলের জন্য মুজিববাদী ছাত্রলীগের সশস্ত্র অভিযান চলাকালে ব্রাশফায়ারে শিবির নেতা রহিম উদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান নিহত হয়। এ ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে সকল পরীক্ষা স্থগিত ও ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। ৬টি হলের ছাত্ররা বর্তমানে ক্যাম্পাসের বাইরে নিজ নিজ ঠিকানায় রয়েছে। আগামীকাল (শনিবার) হলসমূহ খুলে দেয়ার কথা। রবিবার থেকে ক্লাস শুরু ও মঙ্গলবার থেকে প্রথম বর্ষ অনার্সের ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণাও কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন। গতকাল খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, হলগুলো খুলে দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ সার্বিক প্রস্তুত সম্পন্ন করেছেন। এ উপলক্ষে ৩ শতাধিক পুলিশ ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছে। সকাল ১০টায় ৬টি ছাত্র হল একযোগে খুলে দেয়া হবে। এ সময় প্রক্টর, হল প্রভোস্ট এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

অন্যদিকে হলসমূহ খুলে দেয়ার প্রথম দিন আগামীকাল (শনিবার) থেকেই ইসলামী ছাত্রশিবির লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। অবরোধ পালনের জন্য শিবির সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল (বৃহস্পতিবার) শিবিরের এক জরুরী সভা সংগঠনের সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আবদুল হান্নান, আলাউদ্দিন শিকদার, কবির হোসাইন, শফিকুল ইসলাম বিপ্লব, নূরুল মোস্তফা কাজী, শহীদুল হক, মোজাম্মেল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ১৯ ডিসেম্বর ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ব্রাশফায়ার করে শিবির নেতা রহিম ও মাহমুদকে হত্যা করে। কিন্তু পুলিশ এখনও খুনের নায়কদের গ্রেফতার করেনি। অন্যদিকে ভিসি-প্রোভিসি খুনীদের লালন করছেন। এমনকি খুনীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী প্রশাসনও এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই শনিবার থেকে অবরোধ পালিত হবে এবং খুনীদের গ্রেফতার, ভিসি-প্রোভিসিকে অপসারণ ও পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত অবরোধ চলবে। অবরোধ চলাকালে ভার্সিটি বাস ও শাটল ট্রেনে না চড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এবং ভার্সিটি প্রশাসনিক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ না করার জন্য শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রামী ছাত্রঐক্যের আহবায়ক মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক আবু সায়েম, মাহবুবুর রহমান ও সদস্য সচিব জসিম উদ্দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে শিবিরের দাবী ও অবরোধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।